গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

এর বংশ

৩ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... ২
বয়ান শোনার নিয়ত..... ৩
গাউসে পাকের পিতামাতার খোদাভীরুতা..... ৪
গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নানাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরিচিতি..... ৫
সম্মানিতা আম্মাজানের গুণাবলী..... ১০
১৮ পারা শুনিয়ে দিলেন..... ১১
গাউসে পাকের ফুফুজানের কারামত..... ১৩
আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্যের বরকত..... ১৪
শয়তানের গোপন আক্রমনকে বিফল করে দিলেন..... ১৫
মুরীদ হওয়ার উপকারিতা..... ১৬

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

نَوَيۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوۡا مَجَالِسَكُمۡ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمۡ عَلَيَّ نُوۡرٌ لَّكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের

মজলিস সমূহকে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা দ্বারা সজ্জিত করে নাও, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। **(জামেয়ে সগীর, পৃষ্ঠা:২৮০, হাদীস ৪৫৮০)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা:৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنۡ شَآءَ الله আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা "হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বংশ" এর শান ও মহত্ব, গাউসে পাকের পিতামাতার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا খোদাভীরুতা, গাউসে পাকের নানাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অবস্থা, গাউসে পাকের ফুফীজানের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا কারামত এবং এছাড়াও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শ্রবণ করবো।

হে আশিকানে গাউসে আযম! হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, গাউসে পাকের বংশ ইবাদত ও খোদাভীরুতায় প্রসিদ্ধ ছিলো। গাউসে পাকের আম্মাজানের নাম "ফাতিমা বিনতে শায়খ আব্দুল্লাহ সাওমায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا", আম্মাজানের উপনাম "উম্মুল খায়ের" আর উপাধী ছিলো "আমাতুল জাব্বার"।

(সীরাতে গাউসে আযম, পৃষ্ঠা:২৭)

গাউসে পাকের আব্বাজানের নাম মুবারক ছিলো "সৈয়দ মূসা" উপনাম "আবু ছালেহ" আর উপাধী "জঙ্গী দোস্ত"। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পিতার দিক দিয়ে হাসানী আর সম্মানিতা আম্মাজানের দিক দিয়ে হুসাইনী সৈয়দ। গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত আব্বাজান হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত আপন সময়ে যুগ প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(গাউসে আযম কে হালাত, পৃষ্ঠা: ১৫,১৬)**

হে আশিকানে আউলিয়া! আসুন! হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পিতামাতার খোদাভীরুতা ও পরহেযগারী সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি এবং এর থেকে অর্জিত শিক্ষাগ্রহণ করে নিজের অন্তরের ঝুড়িতে সাজানোর চেষ্টা করি।

গাউসে পাকের পিতামাতার খোদাভীরুতা

বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নদীর পাড়ে বসে ছিলেন, এমন সময় একটি আপেল ভেসে এলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা উঠিয়ে খেয়ে নিলেন। আপেল খাওয়ার পর গাউসে পাকের সম্মানিত পিতার খোদাভীতি প্রাধান্য লাভ করলো এবং তিনি এমনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন যে, জানিনা এই আপেলটি

কার ছিলো? এবং এভাবে না জেনে আপেল খাওয়া কি আমার জন্য হালাল হতে পারে? এই ভাবনা আসতেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য আপেলের মালিকের সন্ধানে নদীর পাড় দিয়ে চলতে শুরু করলেন। একটি দীর্ঘ সফরের পর হযরত আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নদীর পাড়ে একটি অনন্য সুন্দর প্রাসাদ দেখতে পেলেন, যাতে আপেলের একটি বড় গাছ ছিলো এবং এর ডালে পাকা আপেল ঝুলছিলো। আপেলসহ অনেক ডাল পানির উপর ছড়িয়ে ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিশ্চিত হয়ে গেলেন, যেই আপেল আমি খেয়েছিলাম, তা এই গাছেরই, সুতরাং গাউসে পাকের সম্মানিত পিতা মানুষের নিকট এই গাছের মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারলেন যে, এই বাগানের মালিক সেই যুগের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ।

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নানাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরিচিতি

মনে রাখবেন! হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জীলান শরীফের প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি খুবই পরহেযগার এবং উৎকর্ষময় ওলী ছিলেন।

যাইহোক! যখন হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাগানের মালিক হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্পর্কে জানলেন তখন আর দেরী না করে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা আরয করার পর তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলেন। হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি যেহেতু বিলায়তের উচ্চ মর্যাদায় সমাসিন ছিলেন, সুতরাং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বুঝে গেছেন যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের মধ্যে একজন, তাইতো নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য এত দীর্ঘ পথ

পাড়ি দিয়ে এই পর্যন্ত এসেছেন। সুতরাং বাগানের মালিক হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত মূসা জঙ্গী দোস্ত এর কথা শুনে বললেন: বার বছর পর্যন্ত আমার খেদমত করলে তবেই ক্ষমা পাবে, উৎসর্গিত হয়ে যান! গাউসে পাকের সম্মানিত পিতা হযরত আবু সালেহ এর প্রতি, যিনি কোন উচ্চবাক্য ছাড়াই এই শর্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নিলেন, যদিওবা শরয়ীভাবে এমন ভুল ক্ষমা করানো তাঁর জন্য আবশ্যক ছিলো না। যাইহোক! বার বছর পর্যন্ত হযরত আবু সালেহ খেদমত করতে থাকেন।

যখন ১২ বছর পূর্ণ হয়ে গেলো তখন পরবর্তী পরীক্ষা (Next trial) তাঁকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলো এবং এবারের পরীক্ষা সম্ভবত প্রথম পরীক্ষা থেকে আরো বেশি আশ্চর্যজনক ও কঠিন ছিলো, তা হলো, ওলীয়ে কামিল হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত আবু সালেহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: আরো একটি খেদমত করতে হবে আর তা হলো, আমার একটি মেয়ে আছে, তার মাঝে চারটি দোষ রয়েছে: (১) সে অন্ধ, (২) সে বধির (৩) তার হাত পঙ্গু এবং (৪) তার পাও পঙ্গু। তোমাকে তাকে বিয়েও করতে হবে এবং আরো দুই বছর পর্যন্ত আমার খেদমতও করতে হবে। এরপর যেখানে তোমার ইচ্ছা চলে যেও।

হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেহেতু ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং খোদাভীরু ছিলেন, সেহেতু তিনি এই শর্তও গ্রহণ করে নিলেন। সুতরাং এবার তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর শাহজাদির বিবাহ হযরত আবু সালেহ এর সাথে করিয়ে দিলেন, বিবাহের পর যখনই তাঁর স্ত্রীর সামনাসামনি হলেন তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক আশ্চর্যজনক দ্বন্দ্বে পরে

গেলেন, কেননা দৃষ্টির সম্মুখে যা দেখা যাচ্ছে তা বর্ণিত আকৃতির একেবারে বিপরীত (Opposite) ছিলো। তিনি দেখলেন যে, সম্মানিতা স্ত্রীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا তো শরীরের সব অঙ্গ ঠিক আছে এবং তিনি সুন্দর ও সুশ্রী। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু সালেহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর নববধুর কাছেও গেলেন না এবং সেখান থেকেও ফিরে গেলেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বললেন: চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই! সে তোমারই স্ত্রী, যাকে তুমি এখন দেখে এসেছো। আসলে কথা হলো, আমি আমার মেয়ের সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছি, তা সবই তার মাঝে বিদ্যমান। “সে অন্ধ” এই কথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, “নামুহরিমদের জন্য তার চোখ অন্ধই ছিলো”, “সে বধির” একথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, “অন্যায় কথা শুনার জন্য তার কান বধির ছিলো”, “তার হাত পঙ্গু” একথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, “পরপুরুষকে স্পর্শ করার জন্য তার হাত পঙ্গু ছিলো” এবং “তার পা পঙ্গু” একথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, “নিজের স্বামীর আদেশের বিপরীত কদম রাখার জন্য তার পা পঙ্গু”।

যখন আবু ছালেহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুবারক মুখ থেকে নিজের নববধূর ব্যাপারে এই মনমুগ্ধকর ব্যাখ্যা শুনলেন তখন তাঁর অন্তরে স্বস্তি ফিরে এলো, তাঁর অন্তরে নিজের স্ত্রীর মহত্ব জাগ্রত হলো এবং আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে হযরত আবু সালেহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট আপন যুগের মহান ওলীর অনেক ভাল গুণাবলী সমৃদ্ধ সুন্দর ও সৎচরিত্রা কন্যার স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো। **(সীরাতে গাউসে আযম, পৃষ্ঠা:২৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী থেকে অনেক শিক্ষা অর্জিত হয়েছে, আসুন! গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার সুগন্ধময় সুবাশ থেকে আমরাও নিজেদের অংশগ্রহণ করার জন্য খুবই মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন: (১) আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা, বান্দার হকের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকেন, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা খোদাভীরু হয়ে থাকেন, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা আখিরাতের চিন্তার নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, একটি অজানা আপেল খাওয়ার ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করাও আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের অভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থারও মুখোমুখী হন।

হে আশিকারে রাসূল! এবার আমরাও ভাবি: আমাদের মাঝেও কি এই গুণাবলী পাওয়া যায়? আমরাও কি বান্দার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করি? আমাদের অন্তরও কি খোদাভীতি সমৃদ্ধ? আমরাও কি নিজের আমলের হিসাব করি? আমরাও কি নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য চেষ্টা করি? আফসোস! বর্তমানে তো ঋণের নামে মানুষের হাজার হাজার নয় বরং লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে, বর্তমানে খুবই নির্লজ্জতার সহিত জায়গা সম্পত্তি দখল করে নেয়া হচ্ছে, অথচ এই অত্যাচারী ও মূর্খ লোকেরা নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, জি হ্যাঁ! কখনো কখনো তো জীবিত অবস্থাতেই দুনিয়ায় এরূপ অত্যাচারী লোকেরা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে যায় বা কখনো কখনো কুকুরের ন্যায় মারা যায়, কিন্তু এই অত্যাচারের কিরূপ মন্দ নেশা রয়েছে যে, এর থেকে শিক্ষা অর্জন করে না।

মনে রাখবেন! এখন তো এসব সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিয়ামতে তা অনেক কঠিন হয়ে যাবে, যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: "যে দুনিয়ায় কারো মাত্র তিন (৩) পয়সা ঋণ আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে সাতশত (৭০০) রাকাত জামাআত সহকারে পড়া নামায দিতে হবে।" **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯)**

(২) পূর্বেকার মহিলাদের পরপুরুষের সাথে শরয়ী পর্দা করার প্রেরণা অধিকাহারে ছিলো, যেমনটি হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ব্যাপারে আমরা শুনলাম, এই কারণেই তাঁর বংশ থেকে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জন্ম হতো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) যে পিতামাতা আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেযগার, ইবাদতকারী, লাজ-লজ্জার অনুসারী এবং মাদানী রঙে রঙিন, তবে এই বিশেষত্ব সমূহ তাদের সন্তানের মাঝেও স্থান্তরিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাক এরূপ লোকদের বংশকেও সজ্জিত করে দেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের ভাল কাজের কারণে তাদের সন্তানের পর সন্তানদের সংশোধন করে দেন। তাঁদের বংশ এবং তাদের লালন-পালনে তাদের নিরাপত্তা দান করেন আর তারা সবাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৫/৪২২)**

চিন্তার বিষয় হলো যে, পিতামাতাই যদি ফ্যাশনে মত্ত হয়, পিতামাতাই যদি সিনেমা নাটক দেখা ও গান বাজনা শুনার প্রেমিক হয়, পিতামাতাই যদি আমলহীনতার শিকার হয়, পিতামাতাই যদি দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় মাসআলা না জানে, পিতামাতাই যদি সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, পিতামাতাই যদি বেপর্দা ও অশ্লীলতা এবং বিভিন্ন ধরনের বাতেনী রোগের শিকার হয় তবে তাদের সন্তান খুবই কমই বাআমল ও সৎচরিত্রবান এবং আশিকে রাসূল হতে পারবে। সুতরাং পিতামাতার উচিৎ যে, সর্বপ্রথম তারাই স্বয়ং ইলম ও আমলের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হয়, বিশেষ করে ফরয জ্ঞান শিখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, কুরআনের তিলাওয়াতকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে, সুন্নাতের অনুসারী হয়, লাজ-লজ্জার অনুসারী হয় এবং নিজের জাহের ও বাতিনকে ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করে, যাতে তারা নিজেদের সন্তানকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ করাতে সফল হতে পারে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিতা আম্মাজানের গুণাবলী

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমরা হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত আব্বাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুবারক চরিত্র সম্পর্কে শুনছিলাম। আসুন! হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি। মনে রাখবেন! হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান উম্মে খায়র ফাতিমা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا (নিজ) যুগের খুবই নেককার মহিলা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারী সম্পন্না ছিলেন। **(সীরাতে গাউসে আযম, পৃষ্ঠা:৫১)** হযরত উম্মুল খায়র رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا আরো অনেক গুণাবলী

সম্পন্না ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বত্ত্বায় একটি বিশেষ বিষয় এটাও ছিলো যে, তিনি কুরআনের তিলাওয়াতের খুবই প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর এত অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াতের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো যে, হুযুর গাউসে পাক সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্মানিতা আম্মাজানের পেট শরীফেই পুরো আঠারো (১৮) পারা মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

১৮ পারা শুনিয়ে দিলেন

শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পাঁচ বছর বয়সে প্রথমবার بِسۡمِ اللهِ পাঠ করার রীতি অনুযায়ী কোন এক বুযুর্গের নিকট বসলেন, اَعُوۡذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ এবং بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করলেন, অতঃপর সূরা ফাতিহা এবং الٓمّٓ থেকে শুরু করে ১৮ পারা শুনিয়ে দিলেন। সেই বুযুর্গ বললেন: বৎস! আরো পড়ো! বললেন: ব্যস আমার এতটুকুই মুখস্ত ছিলো, কেননা আমার মায়েরও এতটুকু মুখস্ত ছিলো, যখন আমি আমার মায়ের পেটে ছিলাম, তখন তিনি তা পাঠ করতেন, আমি শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম। **(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা:৪)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের নিজ সন্তানের মা এবং নিজেদের মুহরিমদের (যেমন; মা, বোন) বরং নিজ আত্মীয় ইসলামী বোনদের সম্পর্কেও ভাবা উচিৎ যে, আমরা এবং তারা কি দেখে দেখে কুরআন পাঠ করতে পারি? নামাযে পাঠকৃত তিলাওয়াত ও তাসবীহ ও যিকির সমূহ কি আমরা বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারি? তা বিশুদ্ধ করার জন্য কি কোন

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি? (যেমন; প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে Online কুরআনে করীম শিখার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি?) আমরা এর জন্য কি চেষ্টা করেছি? জি হ্যাঁ! কঠিন থেকে কঠিনতর এ্যান্ড্রয়েড মোবাইল (android Mobile) আর জানিনা কত যে এ্যপালিকেশন (Applications) চালাতে জানি, কিন্তু আফসোস! কুরআনে করীম পড়তে জানি না, দূর্ভাগ্যক্রমে এতটুকুও জানিনা যে, যাতে নামায বিশুদ্ধ হতে পারে, কেননা তা শিখার জন্য না আমাদের আগ্রহ রয়েছে, না রয়েছে প্রেরণা আর না সময় বের করার চেষ্টা করি, চিন্তা করে দেখুন তো! স্যোশাল মিডিয়া (Social Media) এবং ইন্টারনেটের অধিক ব্যবহার আমাদের মূল্যবান সময়কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না তো। আল্লাহ পাক আমাদের সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করার তৌফিক দান করুক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসুল আযম! যেমনিভাবে আমাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নানাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিলায়তের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেতমনিভাবে আমাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিলায়তের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন, যেমনিভাবে আমাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا আল্লাহ পাকের মকবুল ওলীয়া ছিলেন, তেমনিভাবে আমাদের গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফুফুজানকেও আল্লাহ পাক বিলায়তের উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর মর্যাদা এত উচ্চ ছিলো যে, লোকের বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করানোর জন্য গাউসে পাকের ফুফুজানের

পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতেন এবং আল্লাহ পাকের দয়ার দৃশ্য অবলোকন করতেন।

আসুন! হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফুফুজানের একটি ঈমানোদ্দীপক কারামত শ্রবণ করি,

গাউসে পাকের ফুফুজানের কারামত

একবার জীলানে বৃষ্টি বর্ষণ না হওয়ার কারণে দূর্ভিক্ষ হয়ে গেলো, লোকেরা ইস্তিসকা এর নামায (অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের জন্য পড়া নামায) পড়লো, কিন্তু বৃষ্টি বর্ষণ হলো না, তখন লোকেরা হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফুফুজান হযরত সায়্যিদা উম্মে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ঘরে আসলো এবং তাঁর নিকট বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করার আবেদন (Request) করলো, হযরত সায়্যিদা উম্মে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا তাঁর ঘরের উঠানের দিকে গেলেন এবং মাটিতে ঝাড়ু দিয়ে দোয়া করলেন: হে রব! আমি তো ঝাড়ু দিয়ে দিয়েছি, এবার তুমি পানির ছিটা দিয়ে দাও (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা সেট দিয়ে দাও)। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো, লোকেরা তাদের ঘরে এই অবস্থায় ফিরলো যে, সকলেই বৃষ্টিতে ভিজে গেলো এবং পুরো জীলান সমৃদ্ধ হয়ে গেলো।

(বাহজাতুল আসরার, যিকিরে নিসবিহি ও সিফতিহি, পৃষ্ঠা:১৭৩)

হে আশিকানে গাউসুল আযম! একটু ভাবুন তো! গাউসে আযমের বংশের এই শান তবে তাঁর নানাজান, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশ, পিতামাতা, পবিত্র আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِين এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন رَضِىَ اللهُ عَنۡهُنَّ اَجۡمَعِين এর কিরূপ শান হবে আর যাঁরা প্রিয় নবী,

রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্য পেয়েছেন, সেই জ্বলজ্বলে উজ্জল নক্ষত্রের কিরূপ মর্যাদা হবে?

নবীর সকল সাহাবী জান্নাতি জান্নাতি
নবীর চার ইয়ার জান্নাতি জান্নাতি
সিদ্দিক ও ওমর জান্নাতি জান্নাতি
উসমানে গনী জান্নাতি জান্নাতি
ফাতিমা ও আলী জান্নাতি জান্নাতি
মুয়াবিয়া ও আলী জান্নাতি জান্নাতি
হাসান আর হুসাইনও জান্নাতি জান্নাতি
নবীর সকল বিবি জান্নাতি জান্নাতি

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্যের বরকত

হে আশিকানে আউলিয়া! আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য মানুষের জীবন পাল্টে দেয়, আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য শয়তান থেকে বাঁচার সফল হাতিয়ার, আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য শয়তানের আক্রমন সমূহ চেনার জবরদস্ত মাধ্যম, আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য আল্লাহ পাকের পরিচিতি লাভের মাধ্যম, আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য নেকীর লোভ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণাকারী বানিয়ে দেয়, আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের উপায়, আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্য বিলায়তের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। মোটকথা আউলিয়ায়ে কেরামের সহচর্যে থাকা ব্যক্তি তাঁর ফয়েয ও বরকত দ্বারা ধন্য হয়ে থাকে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সফল হয়ে যায়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও আল্লাহ পাকের মকবুল ওলী বরং ওলীদের সর্দার, আল্লাহ

পাক তাঁকে এই ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছেন যে, তিনি শয়তানের গোপন আক্রমনকে শুধু ভালভাবে চিনতেন না বরং আল্লাহ পাকের দানক্রমে তা বিফল করারও ক্ষমতাবান ছিলেন। আসুন! শুনি যে, গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতে তাঁর স্ত্রী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا শয়তানের আক্রমণ থেকে কিভাবে নিরাপদ ছিলেন।

শয়তানের গোপন আক্রমনকে বিফল করে দিলেন

হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাহজাদা সৈয়দ শায়খ আব্দুল জাব্বার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا সম্পর্কে বলেন: যখনই সম্মানিতা আম্মাজান কোন অন্ধকার স্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন সেই স্থান প্রদীপের ন্যায় আলোকিত (bright) হয়ে যেতো। একবার আমার সম্মানিতা আম্মাজান হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও সেখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন, যখনই তাঁর দৃষ্টি সেই আলোর উপর পরলো তখনই সেই আলো অদৃশ্য হয়ে গেলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এই প্রদীপ আসলে ছিলো শয়তান, যা তোমার খেদমত করতো এবং তোমায় পথভ্রষ্ট করার জন্য আসতো, তাই আমি তা নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, এবার আমি তোমার এই আলোকে রহমানি নূরে পরিবর্তন করে দিচ্ছি, সুতরাং এরপর যখনই আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا কোন অন্ধকার স্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন সেখানে এমন আলো হয়ে যেতো যেমন চাঁদের চাঁদনী হতো।

(বাহজাতুল আসরার, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুরীদ হওয়ার উপকারিতা

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! কোন কামিল পীরের মুরীদ হওয়ার অনেক বরকত এবং উপকারিতা রয়েছে, যেমন; এর বরকতে ঈমানের নিরাপত্তা নসীব হয়ে থাকে। ✯ নামায রোযার নিয়মানুবর্তিতা নসীব হয়। ✯ ফরয জ্ঞান শিখার মানসিকতা নসীব হয়। ✯ হালাল, হারামের পরিচিতি নসীব হয়। ✯ মুসমানের সম্মানের ঈমানী জযবা নসীব হয়। ✯ শয়তান থেকে নিরাপত্তা নসীব হয়। ✯ অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ এবং কুরআনের তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব হয়। ✯ মন্দ সহচর্য থেকে বাঁচার মানসিকতা নসীব হয়। ✯ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন হয়। ✯ গুনাহ থেকে তাওবা নসীব হয়। ✯ দ্বীন ও দুনিয়ার চিন্তা দূর হয়। ✯ মানুষের আচরণ ভাল হয়ে যায়।

হে আশিকানে গাউসে আযম! আপনারাও ঈমান ও আমলের নিরাপত্তার জন্য গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, শয়তানি চাল থেকে বাঁচার জন্য গাউসে পাকের গোলামী রশি নিজের গলায় পরে নিন, গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মাধ্যমে কাদেরী আত্তারী সিলসিলায় মুরীদ হয়ে গাউসে পাকের ফয়যান দ্বারা ধন্য হয়ে যান।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد